দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 25 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

প্রমোট প্রকল্পের সহায়তাপুষ্ট শিক্ষিকাদের বেতন প্রদান ও এমপিওভুক্ত করা হোক

১৯৯৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্রামীণ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ (প্রমোট) প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প পিপি প্রণয়ন করে, যা যথারীতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সে মোতাবেক ঐ বছর ডোনার ইসির সঙ্গে Financing Memorandum No. (Rider # 1) ALA 95/07 (21.1.1996) স্বাক্ষরিত হয়, যাতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে 'ইআরডি-সচিব' ও ইসির পক্ষে 'চিফ অব ইসি ডেলিগেশন' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পরবর্তী সময়ে পিপি মোতাবেক বিভিন্ন স্কুলে নিয়োগকৃত মহিলা শিক্ষকদের প্রকল্প থেকে বেতন দেয়া ছাড়াও প্রমোট শিক্ষিকা নিয়োগকৃত স্কুলগুলোতে বিধি মোতাবেক ৪০,০০০ থেকে পরবর্তী সময়ে ১,৫০,০০০ টাকা করে অনুদান দেয়া হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫-এর পিপি মোতাবেক প্রকল্পটি শেষ হলেও পিপিতে বলা ছিল, নিয়োগকৃত শিক্ষিকাদের বেতন ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রকল্প থেকে প্রদত্ত হবে এবং ঐ অর্থ প্রকল্প থেকে সংরক্ষিত হবে, যাতে প্রকল্পের মেয়াদ শেষেও সহায়তাপুষ্ট শিক্ষিকাদের বিতনাদি পেতে কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু প্রকল্প শেষ হলো এক বছরেরও বেশি সময়, এ পর্যন্ত প্রকল্প সহায়তাপুষ্ট কোনো শিক্ষক ১৩/১৪ মাস ধরে কোনো বেতন পাননি। আবার এদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওকরণে কোনো নিয়মনীতি না থাকায় কিংবা থাকলেও যথাযথভাবে না মানার কারণে এবং এ ব্যাপারে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে ও নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, সকল প্রমোট শিক্ষিকার এমপিওভুক্তির জন্য প্রকল্প চলাকালীনই একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত হয় এবং প্রকল্প পরিচালক মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বস্ত করেন যে, শিক্ষিকাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সকলের এমপিও একই আদেশে করা হবে বলে মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প ও ডোনার ইসিকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন পার হলেও ঐ আশ্বাস আর বাস্তবায়িত হয়নি। যে কারণে প্রমোট সহায়তাপুষ্ট অনেক শিক্ষক এখনো এমপিও বহির্ভূত বিধায় সরকার থেকেও বিধি মোতাবেক ৯০% বা ১০০% বেতন পাচ্ছেন না। আবার প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রকল্প থেকেও বেতন দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও ২০০৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত বেতনাদি চালু থাকবে এমন কথাবার্তা বিভিন্ন কাগজপত্রে লেখা থাকলেও তার কোন বাস্তবায়ন শিক্ষিকাগণ এখনো দেখছেন না বরং ডিজি অফিস থেকে বলা হচ্ছে, বেতন দেয়ায় সব কাগজপত্র তৈরি করে অনুমোদনের জন্য ডোনার তথ্য ইউরোপীয়ান কমিশনে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু 'ইসি' এখনো এ ব্যাপারে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে নিয়োগকৃত কয়েক হাজার মহিলা শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন না। সুতরাং সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউরোপীয় কমিশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রকল্পের সহায়তায় নিয়োগকৃত গ্রামীণ বাংলার কয়েক হাজার উচ্চশিক্ষিত মাধ্যমিক শিক্ষিকা এখন মানবেতন জীবন কাটাচ্ছেন, নানা হতাশায় ভুগছেন। এদিকে যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি তৈরী করা হয়েছিল তাও ধীরে ধীরে মাঠে মারা যাচ্ছে। আবার মোট ৬,৮০০ গ্রাজুয়েট মহিলা প্রমোটের মাধ্যমে বিএড কোর্স তথা প্রশিক্ষণ শেষ করলেও তাদের মাধ্যমিক স্কুলে যথাযথ নিয়োগপ্রাপ্তির নিশ্চয়তার ব্যাপারে সরকার বা ইসি এখন আর কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছেন না।

অথচ এই কয়েক হাজার শিক্ষিকার বর্তমান মানবেতর অবস্থার কার্যকরী কোনো সমাধানের পথে না গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেমন আবার নতুন নতুন প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে পড়েছে, তেমনি ইউরোপীয় ইউনিয়নও এদের এই চলমান সমস্যার দিকে কোনো নজর না দিয়ে আবার নতুন নতুন প্রকল্পে দান-অনুদান দিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন প্রকল্পের জন্যে চুক্তি করছে।

বর্ণিত সমস্যা বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ এই যে, অবিলম্বে প্রমোট সহায়তায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষিকারা যাতে বকেয়াসহ নিয়মিত বেতনাদি পেতে পারেন তার ব্যবস্থা, শিক্ষিকাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্তকরণ, প্রমোট সহায়তায় বিএড সম্পন্নকারী প্রমোট ফেলোরা যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ করতে পারে, তার যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রকল্পের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করুন।

জাহাঙ্গীর হোসেন,
ডাকঘর: আমিরগঞ্জ জমাদার বাড়ি,
উপজেলা: মেহেন্দীগঞ্জ,
জেলা: বরিশাল ৮২৭৪।
jahangirbarisal@Yahoo.com,
jahangirbarisal@gmail.com.